আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে আজ উপ-নির্বাচন

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮ টা থেকে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের উপ-নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হচ্ছে। নির্বাচনে চারজন চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান লুৎফর রহমানের মৃত্যুর পর চেয়ারটি শূন্য হয়।

চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম। তিনি নৌকার প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুসাইন। তিনি আনারস প্রতীক নিয়ে লড়ছেন।

অপরদিকে, যুবলীগ নেতা মাসুদ রানা মোটরসাইকেল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছেন। তিনি গত নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে জয় পাননি। ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউনুস আলী ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

১৮ হাজার ৭শ ৩১ জন জনসংখ্যার ডাউকি ইউনিয়ন ১১ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। ইউনিয়নটিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ১১ হাজার ১শ ৯০ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৫ হাজার ৫শ ৮৯ জন এবং পুরুষ ভোটার ৫ হাজার ৬শ ১ জন।

আলমডাঙ্গা রিটার্নিং অফিসার বলেন, সকাল ৮ টা থেকে বিরতীহীন ভাবে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ চলবে। এরপর ভোট গণনা শেষে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর জানান, পুরো ইউনিয়ন নিরাপত্তার চাদরে ইতোমধ্যে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা সাদা পোষাকে ইউনিয়নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, স্মরণকালের সুষ্ঠু ভোট হবে ডাউকি ইউনিয়নে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গুলিতে বাংলাদেশী যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তে বিএসএফ গুলি করে ওমিদুল ইসলাম (২২) নামে এক যুবককে হত্যা করেছে। রবিবার (১৮ অক্টোবর) ভোররাত ৪টার দিকে ঠাকুরপুর সীমান্তের ৮৯ নম্বর মেইন পিলার বরাবর ভারতের অভ্যন্তরে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ওমিদুল ইসলাম দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর স্কুলপাড়ার শহিদুল ইসলামের ছেলে।

নিহতের পারিবারিক ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে ওমিদুলসহ ৬/৭ জন সীমান্তের ৮৯ নম্বর মেইন পিলারের কাছ দিয়ে ভারতের হুদাপাড়া গ্রামে প্রবেশ করে গরু কেনে। রবিবার ভোররাত ৪টার দিকে গরু নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় হুদাপাড়া বিএসএফ ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে।

এ সময় ওমিদুল গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়। রাতেই ঘটনাস্থল থেকে বিএসএফ সদস্যরা লাশ নিয়ে গেছে।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হাসানুল হক ইনু জানান, ভারত থেকে গরু কিনে নিয়ে আসার সময় বিএসএফ সদস্যরা তাকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে।

মুন্সীপুর বিজিবি ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার কাজী আজাদ জানান, লাশ ফেরত চেয়ে বিএসএফের কাছে চিঠি দেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি পরিচালক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান জানান, ঘটনার কড়া প্রতিবাদ ও নিহত বাংলাদেশি যুবকের মরদেহ ফেরত চেয়ে বিএসএফকে চিঠি দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

প্রেমিকার নালিশে নতুন বউ ঘরে

রেখে থানায় বাসর

বিয়ে করে নতুন বউ ঘরে রেখেই হাজতে রাত কাটাতে হল আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুর গ্রামের সাজুকে। প্রেমিকা সাজুকে স্বামী হিসেবে না পেলেও মামলা ঠুকে দিয়ে থানায় বাসর করিয়ে ছাড়লো প্রেমিককে। শনিবার ও রবিবার দুইদিন কাল বৈশাখী ঝড় বয়ে যায় মোটর মেকানিক সাজুর শরীরের ওপর দিয়ে।

জানা গেছে, পৌরসভার গোবিন্দপুর গ্রামের দোয়ারপাড়ার মোটর মেকানিক সাজুর সাথে প্রতিবেশী এক তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাজু তাদের প্রেম পর্বকে দীর্ঘায়িত করতে চাইলেও প্রেমিকা বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল। সাজু বিয়েতে রাজি হচ্ছিল না। বরং তাকে অন্য কোথাও বিয়ে দিতে মেয়ে দেখাশোনার কাজ করছিল সাজুর পরিবার। ঘটনা টের পেয়ে যায় প্রেমিকা। সে কালক্ষেপন না করে গত শুক্রবারে বিয়ের দাবিতে সাজুর বাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ে। বিপাকে পড়ে যায় সাজুর পরিবার।

এক পর্যায়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করিয়ে প্রেমিকাকে আপাতত তার পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় সাজুর পরিবার। এবং পরদিন শনিবারে চুপিসারে পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর গ্রামে বিয়ে করে ফেলে সাজু। বিয়ে করে নতুন বউকে ঘরেও নিয়ে আসে সে। বিয়ে চুপিসারে হলেও ঘটনা প্রেমিকার কানে গিয়ে পৌঁছে যায়। সে আর চুপ থাকে না। নালিশ করে পুলিশকে।

পুলিশ প্রেমিকার নালিশ পেয়ে তৎক্ষনাৎ সাজুকে ধরে আনে থানায়। সাজুর কিছুই করার ছিল না। নতুন বউকে ঘরে রেখে সাজুকে বাধ্য হয়েই থানায় রাত কাটাতে হয়।

এদিকে, গ্রামের সুশিল সমাজের নেতৃবৃন্দ ঘটনাটির একটি সুন্দর সমাধান টানার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। তারা দুই পক্ষের মধ্যে একের পর এক কথা চালাচালি করে সমাধানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা। রবিবার রাত পর্যন্ত সমাধান হয়নি। সাজু থানা হাজত থেকে বেরুনোর অপেক্ষা করছে। নতুন বউ ঘরে বসে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে। আর প্রেমিকা সাজুকে বাসর করতে না দিয়ে খুশি কিনা তা জানা যায়নি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দর্শনায় নারী ও শিশু ধর্ষণ বন্ধ এবং ধর্ষকদের বিচারের দাবীতে মানববন্ধন

জাগো বাংলাদেশ শ্লোগানে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় নারী ও শিশু ধর্ষণ বন্ধ ও ন্যায় বিচারের দাবীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সকাল ১০ টায় দর্শনা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রেলবাজার বটতলা মুজিবনগর সড়কে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ মানব বন্ধনে ৭টি সংগঠন অংশ নেয়।

এসব সংগঠনের মধ্যে ছিলো দর্শনা প্রেসক্লাব, ইয়থ এসেম্বেলি, কিশোর-কিশোরী সংগঠন, সমৃদ্ধি যুব ফোরাম, পারকৃষ্ণপুর যুব ফোরাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা লোকমোর্চা, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা পৌর প্রবীণ কমিটি ও ওয়েভ ট্রেড টেনিং সেন্টারসহ ব্যক্তিগত অনেকেই এ মানববন্ধনে অংশ নেয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন দর্শনা প্রবীণ কমিটির সভাপতি দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মো: মোশারফ হোসেন, ওয়েভ ফাউন্ডশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন, সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল,ওয়েভ ফাউন্ডশনের সমন্বয়ক কামরুজ্জামান যুদ্ধ, বিতাব আলী দর্শনা প্রবীণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আকমত আলী, ইয়ূথ এসেম্বলির সহ সভাপতি তুলি, সাধারণ সম্পাদক ফাইজা পল্লী, কিশোর-কিশোরী ক্লাবের পরিচালক পিংকি রানী মল্লিক প্রমুখ। মানববন্ধনে দর্শনার সুধি সমাজ সহ বিভিন্ন সংগঠন অংশ গ্রহণ করেন। মানববন্ধনের সকল অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কামরুজ্জামান যুদ্ধ।

জীবননগরে বালি উত্তলনের অপরাধে

অর্থদণ্ডসহ একজনকে কারাদণ্ড

জীবননগরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বালি উত্তলনের অপরাধে অর্থদণ্ডসহ একজনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের পুকামারী গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় খাসপাড়ার মৃত আবুল হাসেম মন্ডলের ছেলে গোলাম মোস্তফা
(৪৫) বালি উত্তলন করার অপরাধে ,বালু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০এর ৪(খ)ধারার অপরাধে নগদ ৫০হাজার টাকা জরিমানাসহ এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড করেন ভ্রাম্যমাণ আদালন।

জানা গেছে, গোলাম মোস্তফা দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে সাধারণ মানুষের ফসলি জমি ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য এবং মোটা অংকের অর্থ আয় করার জন্য বালু উত্তলন করে আসছে। যার ফলে এলাকার সাধারণ মানুষের যাতায়াত করতে চরম বিপাকে পড়তে হয়। এ সমস্থ বিষয়গুলো স্থানীয় ব্যক্তিরা একাধীকবার বলা সত্বেও গোলাম মোস্তফা কারও কোন কথা না শুনে নিজের খেয়াল খুশিমত চলতে থাকে এবং অন্যের জমি নষ্ঠ করে বালি উত্তলন করতে থাকে ।

এ দিকে বালি উত্তলন বন্ধ না করায় এলাকার সাধারণ মানুষ জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দিলে শনিবার জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম মুনিম লিংকন ঘটনা স্থানে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা সহ এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পাশাপাশি বালি উত্তলনের সমস্থ কার্যক্রম বন্ধ করে রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।

জীবননগরে ধর্ষণবিরোধী সমাবেশ

অনুষ্ঠিত হয়েছে

জীবননগরে ধর্ষণবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে জীবননগর উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন এবং জীবননগর পৌর সভার ৩টিসহ উপজেলায় ১১টি কেন্দ্রে বিট পুলিশিং এলাকায় ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদ, জীবননগর থানার ওসি অপারেশন মোল্লা সেলিম, পৌর কাউন্সিলার আতিয়ার রহমান, আপিল উদ্দিন, মহিলা কাউন্সিলার বিউট খাতুন সহ নারী জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম এবং সকল শ্রেণী পেশার সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন ।

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে আদর্শ শিক্ষক অহিদুলের গল্প

মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে কাজ করছেন ৩১ বছর ধরে। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের তিনি সন্তানের মতই মমতা ও ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সর্বদা ভাল-মন্দ বিষয়ে খোঁজ খবর রাখতে ভোলেন না শত ব্যস্ততার মাঝে।

গ্রামের মানুষের কাছে তিনি গরিবের শিক্ষক হিসাবে পরিচিত। চলাফেরা ও জীবন যাপন করেন সাদা-মাটা ভাবে। নিজের আদর্শ ধরে রাখতে চান মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাহকারী প্রধান শিক্ষক অহিদুল হকের শিক্ষকতা জীবনের গল্প।

সহকারী প্রধান শিক্ষক অহিদুল ইসলাম জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৬৪ সালে। তিনি মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে মেট্রিক পাশ করেন। বাবা ছিলেন একজন বর্গা চাষি। অভাবের সংসারে মেট্রিক পাশ করার পর তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় ২ বছর।

তারপর চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৮৪ সালে আয়ে(এইচএসসি) পাশ করেন। বাবা অসুস্থ্য হলে বেশ কয়েক বছর বন্ধ হয় পড়াশুনা। ডিগ্রি ভর্তি হতে হবে জেলার বাইরে। পড়াশুনা বাইরে থেকে করতে হলে টাকার প্রয়োজন। কারণ বাবা অসুস্থ্য থাকায় তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাবা সুস্থ্য হওয়ার পর ডিগ্রি ভর্তি হন খুলনা ডিগ্রি কলেজে।

মনোহর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নুরুল হক মারা যান ১৯৮৯ সালে। সে সময় বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাকালিন প্রধান নজরুল ইসলাম একদিন আমার বাবাকে বলেন আপনার ছেলেকে দেখা করতে বলবেন। প্রধান শিক্ষকের সাথে দেখা করলে তিনি বলেন বিদ্যালয়ে তোমাকে বিনা বেতনে শিক্ষক হিসাবে ও হোস্টেলে দায়িত্ব পালন করতে হবে কয়েক বছর।

মনোহরপুরসহ পার্শবর্তী গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ ছিল দরিদ্র। তারা ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুলে পাঠাতেন না। স্কুলের ক্লাস শেষে নিয়মিত গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে ঘুরে ঘুরে অভিভাবকদের সাথে কথা বলে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার জন্য বিদ্যালয়ে আসার জন্য বলতাম। আস্তে আস্তে ছেলে-মেয়েরা স্কুল মুখি হতে শুরু করলো। গ্রামে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো।

শিক্ষার্থীদের ক্লাসের পড়া তিনি ক্লাসে শেষ করাতেন। যারা দুর্বল শিক্ষার্র্থী ছিলেন তাদেরকে বাড়িতে আলাদা ভাবে পড়াতেন। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ছেলেরা এসে স্কুল হোস্টেলে থাকতো। তাদের দেখা শুনা করতে হতো। শিক্ষার্থীদের তিনি ইংরাজি বিষয়ে পড়াতেন। ৮ম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত অবস্থায় তিনি গ্রামের ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন। সেখান থেকেই তার শিক্ষকতায় আসার আগ্রাহ তৈরি হয়। তিনি শিক্ষকতাকে আদর্শ ও মহৎ পেশা হিসাবে বুকে ধারণ করেন।

অল্প বয়সে স্কুলের মেয়েদের অভিভাবকরা বিয়ে দিতো। আমি বিষয়টি জানা মাত্র বাল্য বিয়ে বন্ধ করতাম। বাল্য বিয়ের ভয়াবহতা কি তা বুঝাতে পারতাম। কয়েক মাস আসে স্কুলের ৯ম শ্রেণীর এক ছাত্রীর বিয়ের আয়োজন হচ্ছে শুনে তাদের বাড়িতে যায়। পরিবারের সদস্যদের বুঝাতে সক্ষম হয় বিয়ে না দেওয়ার জন্য। বই, খাতা, কলম ও পোশাকের অভাবে অনেকের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে শুনে আমি তাদের বাড়িতে গিয়ে বলেছি তোমরা স্কুলে আসো আমি সব ব্যবস্থা করবো।

এসএসসি পাশ করার পর অনেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে

না টাকার অভাবে তিনি অর্থ দিয়ে তাদের ব্যবস্থা করেছেন। সর্বদা শিক্ষার্থীদের পাশে থাকেন। আমার অনেক ছাত্র ভাল অবস্থায় রয়েছে। কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যশোর এমএম কলেজসহ বিভিন্ন দপ্তরে বিসিএস ক্যাডারে উত্তিণ হয়ে সুনামের সাথে চাকরি করছেন।

সহকারী প্রধান শিক্ষক হওয়ার সময় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে ছিলাম বিদ্যালয়ের দুই জন শিক্ষক ও নেতার কারণে।

বিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও সকালে তিনি নিয়ম মেনে হাজির হন। ঘুরে ঘুরে দেখেন প্রিয় প্রতিষ্ঠান। এরপর মাঠে ছুটে যান ধান ঝাড়ার জন্য। তিনি কোন কাজ কেই ছোট মনে করেন না। বাইসাইকেল নিয়ে চলাফেরা করেন। সাধারণ জীবন-যাপন করেন।

তিনি বলেন, কোচিং একটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা কেন জানি না বুঝে সারা দিন কোচিং কোচিং করে মাথা নষ্ট করে। ক্লাসের পড়া ক্লাসে শেষ করলে কোচিং এর প্রয়োজন হয়না। কোচিং এর কারণে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার ও আচরণে বেশ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আগের দিনের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষকদের সাথে ভাল ব্যবহার করতো। রেজাল্ট বেশি ভাল হয়না। লাভের চাইতে ক্ষতি বেশি বর্তমান সময়ে। কোচিং এ একটা সুবিধা আছে চাপে রাখে পড়াশুনার জন্য।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ ভাবে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকতে চায়।